

ভর্তি জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়ছেন অভিভাবকরাও মোট অঙ্কের টাকায় প্রক্সি পরীক্ষা

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-১৮ সেশনে 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় তিন লাখ টাকার বিনিময়ে প্রক্সি (নিজের পরিবর্তে অন্যকে দিয়ে) পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য ভর্তিচ্ছু তানসেন মিয়া তার বাবাকে রাজি করান। পরীক্ষার দিন তিনি এবং তার বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে প্রক্সিদাতা ধরা পড়লে তানসেন মিয়া তার বড় ভাইসহ আটক হন। প্রস্টররুমে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে তার কথা হয়।

তানসেন মিয়া জানান, তার বাবা লাকড়ির ব্যবসায়ী। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ও তার বড় ভাই বাবাকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করেন। প্রক্সিদাতাকে দিতে এতো টাকা তানসেন কোথায় পেতো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলে তার বাবা তিন লাখ কেন পাঁচ লাখ টাকাও দিতেন।

অন্যদিকে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল যন্ত্র দিয়ে জালিয়াতি করার জন্য দেশের স্বনামধন্য এক আবুত্ব শিল্পীর মেয়ে আটক হন। আটক হওয়ার পর ওই শিল্পী মেয়েকে ছাড়ানোর জন্য সংস্কৃতি জোটের এক নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সুপারিশের জন্য পাঠান।

গত সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ সেশনে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি পরীক্ষার দিন জালিয়াতির দায়ে কোনো না কোনো ভর্তিচ্ছু আটক হচ্ছেন।

সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল যন্ত্র দিয়ে জালিয়াতি করার জন্য ১০ জন আটক হয়। তাদের আশ্রয় আদালতের মাধ্যমে ১৫ দিন করে বিনামূল্যে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ডিজিটাল জালিয়াতি করে পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাওয়ার জন্য জালিয়াত চক্রের সঙ্গে ভর্তিচ্ছুর চুক্তি থাকে তিন থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত। আর অভিভাবকরাও এই টাকা দিতে সম্মত হচ্ছেন। তারা কেন দুর্নীতি করে সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর পক্ষে?

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, এটা অসৎ সমাজের একটা ফসল। অভিভাবকরা বিশ্বাস করতে চান না যে, টাকা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। দেশের প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতির জন্য তাদের মনে এইরকম বদ্ধমূল ধারণার জন্ম নিয়েছে। এতে তারা টাকা দিয়ে সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চাচ্ছেন।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. শাহ এহসান হাবীব বলেন, অভিভাবকরা রাজি হচ্ছেন কারণ, তারা মনে করছেন প্রশ্নপত্র যেহেতু ফাঁস হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে মেধা দিয়ে ভর্তির সম্ভাবনা কতটুকু থাকবে? পাশাপাশি মানুষের নৈতিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি প্রশ্নফাঁসকারী চক্রকে আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই জায়গাগুলোতে সতর্ক হওয়ার জন্য বলেন।